জীবন, জীবিকা ও পরিবেশ

ড. নার্গিস আক্তার বানু

জন্মের মাধ্যমে যে জীবনের যাত্রা শুরু, সেই জীবনকে কতটা সাফল্যময় এবং উপভোগ্য করতে পেরেছি - সেটাই মূখ্য। শুধু জীবন থাকলেই হল না, গড়ে তুলতে হবে Quality of life। তেমনি শুধু সময় অতিবাহিত করলেই হল না, অতিবাহিত করতে হবে Quality of time - উন্নত দেশের মানুষের এই কথাগুলো আমার কাছে ভীষন গুরুত্বপূর্ন মনে হয়। আমাদের দেশের মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দিকে তাকালে অতি সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের জীবন ও জীবিকার ধারা কতটা নিন্মমানের। কৌতূক অভিনেতা হানিফ সংকেত চুক্‌টির ছলে বলেছিলেন, 'স্যার, বেতন দিতে হবে না। শুধু বসার জন্য একটা চেয়ার-টেবিল দিলেই চলবে'। শুধু বসার জন্য একটা চেয়ার-টেবিল এটাই হল জীবিকা আর এতে চলে যাবে জীবন। কত অল্পতে খুশী। দারিদ্রতার অজুহাতে পার করে দিয়েছি আমরা অনেক যুগ। কিন্তু অর্থ ব্যতীত উন্নত জীবনের অন্যান্য উপকরনগুলোকে এখনও খুজে বের করতে পারিনি। জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার সাথে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতার সম্পর্ক অনুস্বীকার্য। যেই মাটিতে ফসল ফলাই, যেই খাবার খাই, যে দ্রব্য সেবন করি, যেই বাতাসে নিশ্বাস নেই, যেই পানি ব্যবহার করি, যেই শব্দে আমাদের ঘুম ভাংগে, যা আমরা চোখ খুলে দেখি - এসব আমাদের জীবনযাত্রায় কতটা প্রভাব ফেলছে তা প্রতিটি মানুষের ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেননা, এর মাঝেই নিহিত আছে উন্নত জীনবের চাবিকাঠি। একটি সন্তান জন্ম দেয়ার আগে আমাদের দেশের বাবা-মা'রা কখনও কি ভাবেন যে, অনাগত শিশুটি কোন্ পরিবেশে বড় হবে কিংবা পরিবেশটা তখনও সুস্থ (দূষনমুক্ত) থাকবে কিনা? সুস্থ পরিবেশ না থাকলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সবকিছুই হবে অসুস্থ। আর উন্নত মানের জীবন সোনার হরিনের মত পালিয়ে বেড়াবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। উন্নত দেশের লোকগুলো আজ যেই কাজগুলো করছে তা কিন্তু আজকের জন্য নয়। আজকের কাজের ফসল ভোগ করবে তাদের প্রজন্ম, সেটি হল তাদের থীম। এভাবেই অতীতের সকল কাজের ফল ভোগ করছে এখনকার সবাই। একটু চিন্তা করে দেখুন, আদৌ আমরা সেটি কোনদিন ভেবেছি কিনা?

আমার জীবনের সিংহভাগ সময় পড়াশুনা করে কাটানোর বদৌলতে জীবনের এই পর্যায়ে এসে যা অর্জন করেছি তা হল সর্বমোট মাত্র ছয়টি সার্টিফিকেট। অত্যন্ত সাধারন মানের কাগজে অল্প কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে এই ছয়টি সার্টিফিকেট ছাপাতে শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বমোট পাঁচ ডলার খরচ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। আর এই পাঁচ ডলার মূল্যের সার্টিফিকেটের জন্য জীবনের এতগুলো বছর নষ্ট করা নেহায়েত একজন বোকা মানুষের কাজ। তা না হলে যেদেশে ঘন্টায় ১০-১৫ ডলার আয় করা যায়, সেখানে এভাবে সময় নষ্ট খুব কম মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাই নয় কি? আর এই সংখ্যালঘুদের কাতারে দাড়াতে গিয়ে অন্যসব বিত্তশালী বন্ধুদের মত স্বপ্ন নিকেতনের (Dream Home) মালিকতো দূরের কথা, এসব পাড়ার সামনে দিয়ে হাটারও সাধ্য হয়নি। তার উপর জন্মগতভাবে অর্জিত 'নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর' পাশাপাশি স্বপ্ন নিকেতনের তরে অর্থ গচ্ছিত না রেখে বাবার মত তা সমাজসেবায় বিলিয়ে দেয়ার বদ্যভ্যাসও রয়েছে। তাইতো অর্থ-সম্পদকে ঘিরে অন্যদের অনেক মজার মজার কাহিনী শুনে ভাবি, কি বিচিত্র মানুষের মন-মানসিকতা।

থাক্ ওসব কথা। যে কারনে উপরের কথাগুলো বলা সে প্রসংগে আসা যাক্। সার্টিফিকেটগুলোর পিছনে সময় ব্যয় করার ফলে অর্থ উপার্জন সম্ভব হয়নি। তাইতো একটি জীর্নশীর্ণ বাড়ীতে বসবাস করি আমি। কথায় বলে, যত গুড় তত মিঠে - তেমনি আমার বসতভিটার অবয়বের সাথে মিল রেখে ছিল একটি আধমরা পাইন গাছ। গাছটির এই নাজুক অবস্থা দেখে কিছুটা খট্‌কা লাগলেও পরিশেষে এর মৃত্যুকে রোধ করতে পারিনি। ফলে ভবিষ্যত দূর্ঘটনা এড়াতে গাছটির মৃতদেহটিকে ভূপাতিত করার লক্ষ্যে পাশের Hardware Store

`Bunnings' থেকে একটি Electric Jigsaw কিনে নিয়ে আসলাম। বাংলাদেশে বসে মেয়ে হয়ে গাছ কাটার কথা শুনতে অবাক লাগলেও এসব উন্নত দেশে খুবই সাধারন কাজ। ঘরবাড়ী মেরামতের কিংবা দেয়ালে রং করার সকল উপকরন এমনভাবে তৈরি তা যেকোন মানুষের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। যা বলছিলাম, বিকেলের সোনাঝরা ঝলমল রোদের আলোতে দু-তিনজন মিলে লেগে গেলাম গাছ কাটার কাজে। অষ্ট্রেলিয়াতে যারা আছেন, এতক্ষনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, কি ঘটবে তারপর! অর্থাৎ প্রতিবেশী অষ্ট্রেলিয়ান তার ঘরে বসে আচ্ছামতে একটি বকা দিয়ে ভাবলো, 'দাড়া, তোর গাছ কাটা দেখাচ্ছি'। যেই কথা সেই কাজ। টেলিফোনটি হাতে নিয়ে সরাসরি রিং করে দিল Council -এর অভিযোগ লাইনে। Council -এর মাঠকর্মীও ভাবলো, আজকে পেয়েছি একটি কাজ। আমাদের গাছ কাঁটার প্রায় ২০-৩০ মিনিটের মাথায় Council -এর গাড়ী আমার বাড়ীর সামনে এসে থামলো। মাথা ঘুড়িয়ে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি, চারিদিকের সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে একটু লজ্জা পেলেও Council -এর মাঠকর্মীকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। খুব ভারী গলায় শুধালো, তোমরা এখানে কি করছ? গাছ কাট্‌ছি - উত্তরটা শুনে বেচারার হাব-ভাব আরও গম্ভীর হয়ে গেল, বলল - তোমাদের Council -এর অনুমতি আছে? আমি বললাম, না। আর যায় কোথায়। তোতা পাখীর মত মুখস্ত করা Council -এর শত শত নিয়ম-কানুন শুনাতে শুরু করলো। আমার বাড়ীর সীমানার ভিতরে বললেই যে আমি আমার গাছ কাটতে পারব, Council -এর অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার সেই ক্ষমতা আমার নেই। আর সেটি যে আমি জানি না তা যেন ঐ ভদ্রলোক আমাকে প্রথম দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন। পকেট থেকে একটি নোট বুক বের করে বলল, 'Give me your details, tell me your name, show me your driver licence...". সত্যি কথা বলতে কি, আমি বেশ মজা পেয়েছিলাম ঐ ভদ্রলোকের সিরিয়াসনেস্ দেখে। আমি যখন কেন ওসব দিব জানতে চাইলাম, বেচারা রেগে আগুন। বলল, তোমাকে এক হাজার ডলার ফাইন দিতে হবে। ফের শুধালাম, কিন্তু কেন? সে বলল, জান না Council -এর অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা নিষেধ। আমি বললাম, জানি। তাহলে Council -এর অনুমতি নাওনি কেন? আমি বললাম, আমিতো গাছ কাট্‌ছি না, আমি মরা গাছ কাট্‌ছি যা নাকি এখন শুধুমাত্র জ্বালানীর অন্তর্ভূক্ত।

কথাটা শুনার সাথে সাথে বেচারার মুখ আরও লাল হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে কাকে জানি রিং শেষে দ্রূতকণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, গাছ কাটা শেষ কর। আগামীকাল Council -থেকে অফিসার আসবে তোমার সাথে কথা বলতে'। আমি বললাম, no problem। পরের দিন সকাল দশটা বাজতেই বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দেখি, বিশাল দেহের এক পুরুষ দাড়িয়ে। পরিচয় শেষে সামনের খন্ড-বিখন্ড মরা গাছের টুকরোগুলো দেখাতেই বলল, 'My apology madam, Sorry to disturb you`। নিজের বাড়ির সীমানায় হলেও যে কোন গাছ কাটতে চাইলে Council -এর কাছে অনুমতি চাইতে হয়। সাথে জমা দিতে হয় মোটা অংকের ফি। কেন কাটবে, কাটলে পরিবেশের কতটা ক্ষতি হবে, গাছের প্রজাতির, বয়স, উচ্চতা - ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়াদি খতিয়ে দেখবে Council। প্রসংগত বলতেই হয়, ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারনে পরিবেশের সাথে রয়েছে আমার নিবিড় বন্ধন। একজন পরিবেশবিদ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ার পরিবেশ বিষয়ক প্রায় সবগুলো আইন-কানুন আমাকে জানতে হয়েছে এবং চর্চা করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গাছ কাটার নিয়ম আমি জানি বলেই সেদিন Council -এর সেই মাঠকর্মীর মুখস্ত করা বিদ্যার বহর বেশ উপভোগ করেছিলাম। কেননা, মরাগাছ কাটতে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় কিনা সেটি ঐ বেচারার জানা ছিল না। এই ঘটনাটি তুলে ধরেছি এই কারনে যে, উন্নত দেশের সমাজ ও পরিবেশ উন্নত মানের হওয়ার নেপথ্যের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একটি ধারনা

দেয়ার জন্য। বাংলাদেশের মত উন্নত দেশগুলির মানুষ উন্নত দেশের সমাজচিত্র ও পরিবেশ দেখে অভিভূত হয়। অথচ সেটির পিছনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অসীম সহযোগিতার কথা অজানা থেকে যায়।

অষ্ট্রেলিয়াতে দেখেছি, এখানকার প্রতিটি মানুষ রাস্তাঘাট, যানবাহন, মাঠ, পার্ক, নদী-নালা ইত্যাদিকে তাদের নিজের করে ভাবে। কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ এসবের ক্ষতি করে না পাছে নিজেদেরই কষ্ট হবে এই ভেবে। সড়ক বা ট্রেনের লাইনে, রাস্তায়, খেলার মাঠে, পার্কে, পানিতে কোন অনাকাংখিত জিনিষ দেখলে সাথে সাথে রিং করে দেয় ইমারজেন্সি/পরিবেশ পলিউশান লাইনে। অবাক করার মত এদের মানবতাবোধ ও কর্তব্যবোধ। বাংলাদেশে দেখেছি, যাদের একটু মজ্জা শরম আছে তারা হয়ত রাতের অন্ধকারে, আর বাকী সবাই কাউকে তোয়াক্কা করে না সবার সামনে বীরদর্পে ঘরের সকল ময়লা-আর্বজনা রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসে। একবারও ভাবে না, এসব ময়লা-আর্বজনা থেকে কত রকমের রোগবালাই হতে পারে, দূর্গন্ধ ছড়াতে পারে, কেউবা পা পিছলিয়ে পড়ে গিয়ে সারা জীবনের জন্য পংগু হতে পারে, ওয়াসার/স্যুয়েরেজের লাইনে জমাট বেধে জলাবদ্ধতা কিংবা পানিদূষন ঘটিয়ে মহামারি আকার ধারন করতে পারে। এরকম হাজারো উদাহরন দেয়া যেতে পারে। এসমস্ত মানবিক গুনাবলি রপ্ত করতে অর্থের কতটা প্রয়োজন সেটি আমি জানিনা। তবে শুধুমাত্র মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারলে এবং প্রতিটি জন্মকে অর্থবহ করার অভিপ্রায় থাকলে অনেক সমস্যার সমাধান অর্থ ছাড়াই সম্ভব।

পরিবেশ সুন্দর ও দূষনমুক্ত রাখার পিছনে ব্যক্তিগত স্বদিচ্ছার পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ের ভূমিকা অপরিহার্য। পরিবেশ বিষয়ক আইন-কানুন তৈরিতে পরিবেশের সকল উপাদান গুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে বিবেচনায় আনা এবং সর্বত্র তার যথাপোযুক্ত প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। এ প্রসংগে একটি ছোট্ট উদাহরন দেয়া যেতে পারে। কয়েকমাস আগে এখানকার একটি ইন্টারস্টেট্স রোড নির্মানের ক্ষেত্রে দেখা গেল, অধুনালুপ্ত প্রায় প্রজাতির একটি প্রজাপ্রতির (*P. spinifera*)বাস এমন একটি বিশেষ প্রজাতির ব্ল্যাকথর্ন গাছ (*B. spinosa ssp lasiophylla*) কাটতে হবে। অর্থাৎ সেই বিশেষ প্রজাতির প্রজাপ্রতিটি শুধুমাত্র এই গাছেই বাস করে যা সর্বত্র জন্মায় না। সুতরাং রোড নির্মাণ বন্ধ। গাছটিকে মাটিসহ খুড়ে তুলে কয়েকমিটার দূরে লাগানো হল এবং প্রজাপ্রতিগুলোকে হাতে ধরে ধরে সেই গাছটির ডালে ডালে বসিয়ে দেয়া হল অস্কার নমিনি সেলিব্রেটিদের মত করে। কেননা, প্রজাপ্রতিরা বেশিদূরে উড়ে যেতা পারে না, অন্যদিকে ঐ গাছটিও বিশেষ মাটি ছাড়া বাচতে পারে না। তারপর পরবর্তী ছয়মাস প্রজাপ্রতির জীবনচক্র পর্যবেক্ষন করা হল। রোড প্লানটিরও পরিবর্তন করে ঐ গাছটির জন্মস্থান থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিতে বাধ্য হল। শুধুমাত্র প্রজাপ্রতির জন্য এত বড় একটি রোড নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়ার ঘটনাটি আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হলেও পরিবেশকে বাচাঁতে ঐ প্রজাপ্রতিটির গুরুত্ব যে কতটা তা উপলব্ধি করতে না পারলে পরিবেশ অসহনীয় হবে বৈকি!

যেকোন কাজ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সেই কাজ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ প্রদান করা। উন্নত দেশে অভিযোগকর্তা যেই হোক না কেন, সব অভিযোগ অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখা উন্নত মানের সিস্টেমের মাপকাঠি বলে মনে করা হয়। অভিযোগের সুষ্ঠু সমাধান না হলে অভিযোগটির আকার পরবর্তীতে আরও বিকট হয়ে চলে যায় আরেক ধাপ উপরে। আমাদের দেশের মত ধামাচাপা পড়ে যায় না। এভাবে প্রতিটি কাজের জন্য সরকার, দল কিংবা জনগন - সর্বস্তরের মানুষের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট জবাবদিহিতার সিস্টেম। সরকারকে করতে হয় সাধারন মানুষের কাছে, সাধারন মানুষকে করতে হয় সরকারের কাছে। এ যেন win win situation। অর্থাৎ এভাবেই একে অপরকে দায়বদ্ধভাবে সেবা করে যাচ্ছে। শুধু গায়ের রং কিংবা ভাষার জন্য নয়, মানুষ হয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ উন্নত দেশগুলো খুজে পেয়েছে উন্নতির সিঁড়ি।

বাংলাদেশের পরিবেশবিদেরা আর্সেনিক, নদীর পানি ও বাতাসে কাল ধোঁয়ার বাইরের বিষয়গুলোতে তেমন নজর দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। ড়ীঘর অফিস আদালতের ময়লা-আবর্জনা, দূষন মাটি, মাছনিধন, গাছ কাটা ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর আইন বলবৎ করা এখনই প্রয়োজন। বিশেষ করে আদি গাছ (Native plant) সম্পর্কে জনগনকে শিক্ষা দেয়া এবং সেটি না কাটার ব্যপারে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজন সেমিনার, প্রশিক্ষন ও সভা। পরিবেশের সকল অনাগত পংকিলতাকে খুজে বের করা ও তার প্রতিকারের উপায় বের করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৫ই জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশের গুরুত্ব এবং করনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সমাজে বসবাসরত সকলকে সম্যক ধারনা দেয়া হল এই দিবসের লক্ষ্য। স্থান ও কালভেদে পরিবেশে প্রভাবকারী বিষয়গুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে ভিন্নতা, তেমনি ভিন্নতা রয়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশের উপাদানগুলোতেও। তথাপি বিশ্বের সার্বিক পরিবেশ বিবেচনা করে জাতিসংঘ এবছর যে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারন করেছেন, তা হল Don't Desert Drylands। আর্ন্তজাতিকভাবে এ দিবসটি পালন করতে এবারের আসরটি বসছে আলজেরিয়ার আলজিয়ারস্ শহরে। পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ রাখতে হলে শুধু ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’কে পালন করলে চলবে না। প্রতিটি দিবস হোক পরিবেশ দিবস এবং পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাক - এই আমাদের প্রত্যাশা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০৬ উপলক্ষ্যে লেখা

৫ই জুন ২০০৬, সিড্নী।